সংবাদ

তারিখ ··2·5·APR·2009···
পৃষ্ঠা ··· ৫ ··· কলাম··৬··· ······

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু জোড়াদাহ কলেজ

বিদ্যুৎ সংযোগ ও কম্পিউটার না থাকলেও বেতন তুলছেন কম্পিউটার শিক্ষক

প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদাহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত জোড়াদাহ কলেজে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, কম্পিউটার নেই তবুও ৫ বছর ধরে সরকারী বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন কম্পিউটার শিক্ষক। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এই কম্পিউটার শিক্ষককে বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পোলতাডাঙ্গা গ্রামের শিক্ষিত যুবক শরিফুল ইসলাম এলাকার কতিপয় শিক্ষানুরাগীর সহযোগিতায় জোড়াদাহ এলাকায় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬১ জন। ১৩ জন শিক্ষক এ কলেজে কর্মরত আছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করে নিয়োগ দেয়া হয় কম্পিউটার শিক্ষক। কম্পিউটার বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ জন। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ১৫ জন ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ৩০।

কলেজে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের সময় কর্মকর্তারা কলেজ পরিদর্শনে এলে পাশের গ্রাম থেকে চোরাই বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে বাইরে থেকে একটি কম্পিউটার নিয়ে এসে দেখানো হয়। পরিদর্শন শেষে ওই দিনই কম্পিউটার ফেরত দেয়া হয়।

এভাবে সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে ২০০৪ সালের ২২ নভেম্বর দেলোয়ার হোসেন নামে একজনকে কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগের পর থেকে দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ ওই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কোন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। অথচ কম্পিউটার শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ৬,৮০০ টাকার স্কেলে মোট ৮,১২৭ টাকা বেতন-ভাতা উত্তোলন করে আসছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এলাকার চেয়ারম্যান আবদুস সাত্তারকে বাদ দিয়ে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নেন বিএনপি দলীয় এমপি মসিউর রহমান। ফলে দেলোয়ার হোসেনের কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ দেলোয়ার হোসেন ছিলেন মসিউর রহমানের বাড়ির গৃহশিক্ষক। এ সময় এমপি মসিউরের নির্দেশে কলেজে বিদ্যুৎ সংযোগ ও কম্পিউটার না থাকলেও এমপির গৃহশিক্ষক দেলোয়ার হোসেনকে কলেজের কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

এ বিষয়ে কম্পিউটার শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন জানান, তার এই চাকরি পেতে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। এরমধ্যে ৪০ হাজার টাকা কলেজ ফান্ডে এবং বাকি টাকা বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি মসিউর রহমানকে দেয়া হয়েছে। তবে ওই সময়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান জানান, দেলোয়ার কলেজ ফান্ডে ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেন, যা এখনও কলেজ ফান্ডে জমা আছে। এর বেশি টাকা তিনি দেননি। কলেজের অপর একটি সূত্র জানায়, দেলোয়ার নিজের চাকরি বৈধ করতে বর্তমান অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলামের আস্থাভাজন হয়ে সাবেক এমপি মসিউর রহমানের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের একটি সূত্র জানায়, বিগত জোট সরকারের আমলে এই দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বেই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলামকে এলাকা ছাড়া করা হয়। দীর্ঘ ৪ বছর পলাতক থাকার পর কলেজ অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম এখন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। দেলোয়ার সাবেক এমপি মসিউর রহমানের দোহাই দিয়ে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকত। তার দাপটে আওয়ামী সমর্থকরা তটস্থ থাকত সব সময়।

এ বিষয়ে জোড়াদাহ কলেজের অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম জানান, কলেজে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, কম্পিউটারও নেই। এখানে দেলোয়ার হোসেনকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কলেজের নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করা হবে। এ ব্যাপারে বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি মসিউর রহমান জানান, দেলোয়ার একজন টাউট প্রকৃতির ছেলে। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য সে সব ধরনের মিথ্যা কথা বলতে পারে। তার কাকুতি মিনতির কারণে ওই সময় বিনা টাকায় জোড়াদাহ কলেজে চাকরি দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, টিনের ছাপড়া থেকে আমি ওই কলেজে বিল্ডিং নির্মাণের ব্যবস্থা করেছি।